

कलई फूलाझि



डिःताता





১

খাসা ডাক্তার উঃবাবারে !  
বসেন তিনি গাছতলে রে ।  
রোগ সারাতে তাঁরই কাছে দিচ্ছে হানা  
গাইগোর, আর নেকড়েছানা,  
গুবরে পোকা, কেঁচো ছাড়াও  
ভালুকছানা !

সকলেরই অসুখ সারে  
খাসা ডাক্তার উঃবাবারে !

২

খ্যাকশেয়ালে এসেই বলে উঃবাবারে :  
'উঃ, কেটেছে বোলতা মোরে !'

উঃবাবারে বললো ভুলো,  
'মদুরগি নাকে ঠোকর দিলো !'





দৌড়ে আসে খরগোশ  
কেবল চেঁচায়: 'হায়, হায়!  
আমার টোকোন ট্রামের তলায়  
আমার টোকোন মানিক সোনা  
পড়লো চাপা ট্রামের তলায় !

দৌড়েছিল লাইন ধরে,  
পা-খান কাটা পড়লো ওরে,  
ভুগছে সে যে ল্যাংড়া এখন  
এটুখানি আমার টোকোন !'



বলেন তবে উঃবাবারে: ‘মৎ ঘাবড়াও !  
মোর এখানে জলদি লাও !  
সিলিয়ে দেবো নতুন ঠ্যাং  
ফের ছুটবে লাইন পান ।’

আনলো বয়ে টোকোনরে  
অসুখ দারুণ ল্যাংড়া সে  
পা-খানি তার জুড়িয়ে দিলে  
টোকোন ফের লাফায় খেলে ।

টোকোন সাথে খরগোশ মা  
নাচতে থাকে তা-ধিন্-তা ।  
মুচকে হাসে, চেঁচিয়ে ওঠে:  
‘শুকরিয়া ঠিক, উঃবাবারে !’







৩

হঠাৎ শেয়াল কোথেকে যে  
চলেই আসে ঘোড়া ছুটিয়ে:  
'আপনার এক টেলিগেরাম,  
পাঠিয়েছেন হিম্পোপটাম!'

‘জলদি আসুন, ডাক্তার,  
আফ্রিকাতে শিগগির;  
বাঁচান এসে, ডাক্তার,  
ছেলেপুলে রাজ্যের!’

‘ব্যাপারটা কি? সত্যি নি  
বাচ্ছা তোদের ব্যারামী?’

‘টনসিল গো, হাঁ গো হাঁ,  
ডেঙ্গুজ্বর, ওলাওঠা,  
ডিপ্‌থেরিয়া, এ্যাপেন্ডিস্,  
ম্যালেরিয়া, ব্‌কাইটিস্!’

এসে পড়ুন জলদি করে  
খাসা ডাক্তার উঃবাবারে!’



‘আচ্ছা, আচ্ছা, আসছি’খন,  
রোগ সারাবো বাছাধন।  
কিন্তু থাকিস কোন্‌খানেতে?  
জলায়, না কি পাহাড়েতে?’

‘আমরা থাকি জাঁজিবারে  
কালাহারি আর সাহারে  
ফের্নান্দো-পো পাহাড়চুড়ায়  
হিম্পো-পোপো যেথায় বেড়ায়  
লিম্পোপোর পারে পারে।’







8

উঠে দাঁড়ান উঃবাবারে, দৌড়ে চলেন উঃবাবারে,  
ক্ষেত পেরিয়ে, বন পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে দৌড় মারে।  
একটি কথা জপের মতো আউড়ে চলেন উঃবাবারে:  
'লিম্পোপো-পো, লিম্পোপো-পো, লিম্পোপো-পো!'

শিলাবিণ্টি, বরফ, হাওয়া মৃদুখটি তার পাছে টের:  
'এই দাঁড়া তো, উঃবাবারে, বলছি তোরে পেছন ফের!'  
আছাড় খান উঃবাবারে, মৃদুখটি গুঁজে তুষারেতে,  
'হায়রে হায়, আর যে নারি সামনে যেতে।'

আর তখনি বনটি থেকে  
বেরিয়ে আসে নেকড়ে নিজে:  
'বসেন বাপু, উঃবাবারে, পিঠের 'পরে,  
ফর্টি করে নিচ্ছি তোমায় দরাস্তরে!'

উঃবাবারে লম্ফ দিয়ে সামনে বাড়েন  
একটি কথায় জপের মতো ঠোঁটটি নাড়েন:  
'লিম্পোপো-পো, লিম্পোপো-পো, লিম্পোপো-পো!'











৫

কিন্তু ঐ সামনে যে এক সাগর ভারি —  
উঠছে ফঁসে, গর্জে শব্দ অথই বারি।  
আর সাগরে ঢেউয়ের চুড়ো বিরাট বটে  
এক্ষুনি তো উঃবাবারে যাবেই চলে ঢেউয়ের পেটে।

‘ডুবেই যদি হায়রে মরি,  
সাগরতলে তলিয়ে পড়ি,





কী হবে গো উপায় তাদের —  
বন্যপশুর, ব্যারামীদের ?’

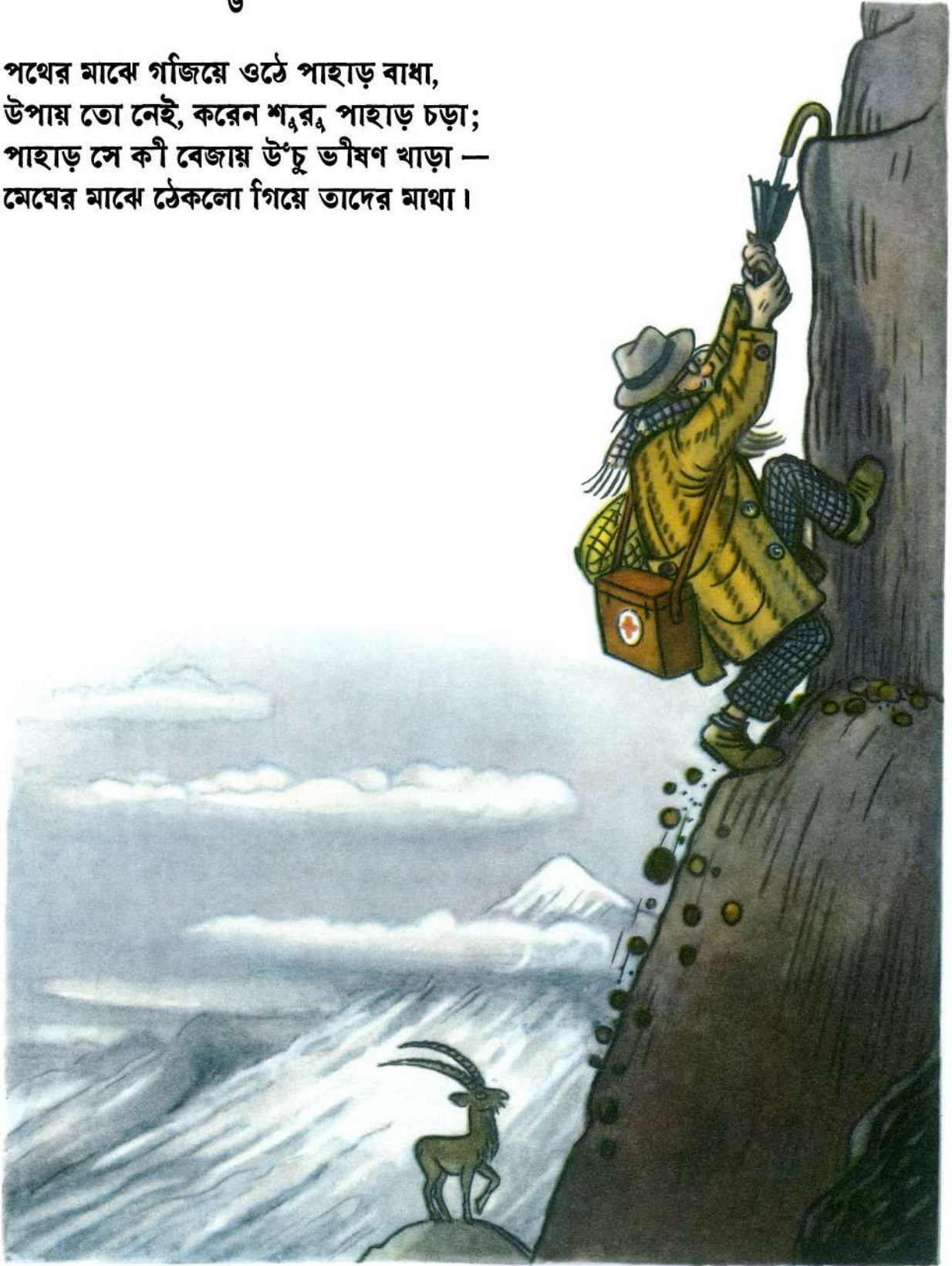
কিন্তু একি, তিমিঙ্গিল এক আসছে যে রে:  
‘পিঠের ’পরে বসুন চড়ে, উঃবাবারে,  
জাহাজ যেমন, — আপনাকে তো  
সম্মুখপানে নিয়েই যাবো ।’

উঃবাবারে তিমিঙ্গিলের ওপর চড়েন  
একটি কথা জপের মতো আউড়ে চলেন:  
'লিম্পোপো-পো, লিম্পোপো-পো, লিম্পোপো-পো!'





পথের মাঝে গজিয়ে ওঠে পাহাড় বাধা,  
উপায় তো নেই, করেন শূর, পাহাড় চড়া;  
পাহাড় সে কী বেজায় উঁচু ভীষণ খাড়া —  
মেঘের মাঝে ঠেকলো গিয়ে তাদের মাথা।



‘হায়রে যদি যেতেই নারি  
রাস্তাতেই ঘরেই মরি  
কী হবে আর উপায় তাদের —  
বন্যপশুর, ব্যারামীদের?’

কিন্তু তখন নামলো উড়ে পাহাড় থনে  
ঈগল পাখি উঃবাবারের কাছটি পানে:  
‘বসেন বাপু, উঃবাবারে, পিঠের ’পরে  
ফর্টি করে নিচ্ছি তোমায় দরাস্তরে!’

উঃবাবারে ঈগল-পিঠে বসেন চড়ে  
একটি কথায় জপের মতো ঠোঁটটি নড়ে:  
‘লিম্পোপো-পো, লিম্পোপো-পো, লিম্পোপো-পো!’







আফ্রিকাতে,  
 আফ্রিকাতে,  
 কালো বরণ লিম্পোপোতে  
 আছেন বসে কান্না কাঁদেন  
 আফ্রিকাতে  
 ভীষণ দৃখে হিম্পোপো যে।

আফ্রিকাতে, আফ্রিকাতে  
 খেজুরতলে বসেন তিনি  
 আফ্রিকার কূলে বসে  
 তাকিয়ে থাকেন ক্ষান্তি বিনি:  
 আসছে নাকি সমুদ্রেতে  
 উঃবাবারের জাহাজখানি?

হাতি গন্ডার রাস্তা ধরে  
 দল বেঁধে সব বেড়ায়, ঘোরে;  
 বলছে খালি রেগেমেগেই:  
 ‘উঃবাবারের পাত্তা নেই?’







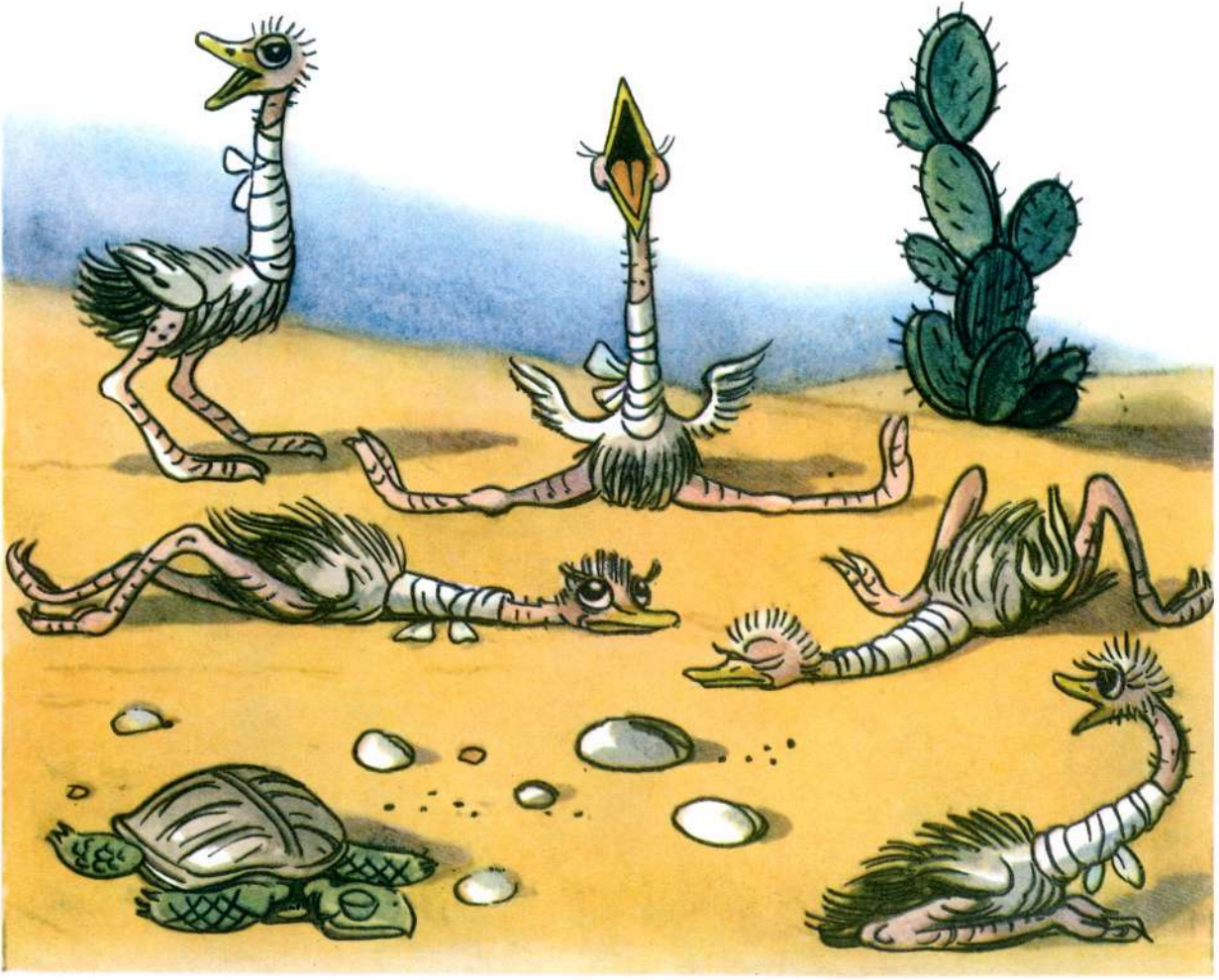


আর পাশেতে জলহস্তী  
আঁকড়ে ধরে আছে পেটটি:  
তাদের, মানে জলহাতিদের,  
পেটকামড়ের কণ্ট ঢের।

আর সেখানে উটপাখিরা  
ডাকছে কং-কং শব্দওর পারা;  
আহ্, বেচারি, আহ্, বেচারি,  
কণ্ট ভারি উটপাখিদের!







ডিপ্‌থেরিয়া তাদের ব্যারাম  
শ্লেষ্মা আর বসন্ত, হাম,  
ধরলো মাথা — তাদের ব্যারাম,  
কণ্ট আছে গলাব্যথার ।

তারা শব্দে থেকেই প্রলাপ বকে:  
'হায় গো, কেন আসছে না রে,  
হায় গো, কেন আসছে না রে,  
উঃবাবারে বড়ো ডাক্তার?'



পাশেই বিমোয় হেলান দিয়ে  
দাঁতাল হাঙর হাঁ-টি করে  
দাঁতাল হাঙর হাঁ-টি করে  
শব্দে শব্দে রোন্দরেতে ।



পোনাগুলান, আহা রে, তার —  
হায় বেচারি হাঙরছানার  
বারোটা দিন কাটিয়ে দিলো  
দাঁতের ব্যথায় কঁকিয়ে ম'লো !

কাঁধ ভেঙেছে কন্মো কাবার  
কণ্ট বটে ফড়িং বাবার;  
লাফায় না আর,  
খায় না দোল  
হাপস চোখে  
কাঁদছে কেবল,  
আর ডাকে সে ডাক্তারে:  
'ডাক্তারদা কোথায় গেল  
আসবে কবে বল্ না রে?'





৮

আর্রে একী, দ্যাখো, দ্যাখো, কোন্ পাখি যে  
বাতাস বেয়ে আসছে ধেয়ে একেবারে মোদের কাছে।  
আছেন বসে উঃবাবারে, কী কাণ্ড, পাখির 'পর  
ঘাথার টুপি নাড়েন তিনি, চেঁচিয়ে ওঠেন কী জ্বর:  
'ভাল আছ তো তোমরা সব, পরানপ্রিয় আফ্রিকা মোর!'  
বাচ্ছাকাচ্ছা বেজায় খুঁশি, ভাসছে খুঁশির জোয়ারে:  
'এসে গেছেন, এসে গেছেন! হুর্রে বলো হুর্রে!'









ঘরছে পাখি মাথার 'পর  
বসলো পাখি মাটির 'পর  
জলহস্তী যেথায়, সেথা

দৌড়ে যান উঃবাবারে,  
থাপড়ে দেন বেশ একটু স্কলের পেটটি ধরে,  
তারপরেতে স্কলের ধীরে স্কে ভরান পেট  
একেক করে সবাইকে দিলেন তিনি চকলেট,  
দিলেন আরও সম্বারই

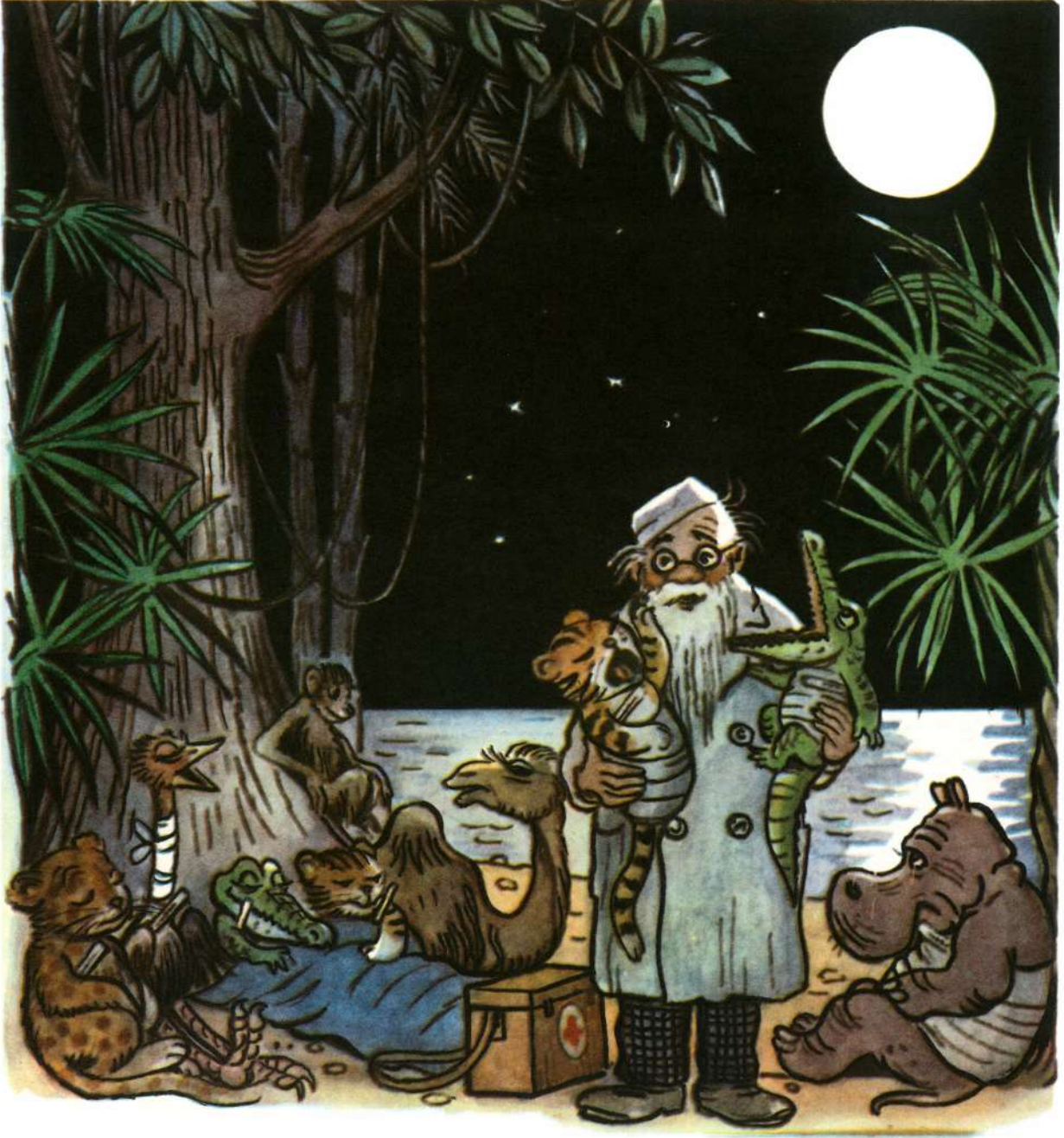
বগলেতে জ্বরকাঠি!



ডোঁরাকাটা বাঘের পোনা,  
বিচ্ছিরি কঁজ উটের ছানা,  
সবার অসুখ মুখ শুকনা,  
সবার কাছে ছোটেন তিনি,  
সকলকে মধুং দধু পায়েসং  
মধুং দধু পায়েসং  
মধুং দধু পায়েসং  
মধুং দধু পায়েসং  
মধুং দধু পায়েসং দিয়ে সেবা করেন তিনি।







দশটি রাত উঃবাবারে  
অন্ন জল ঘুম ছেড়েছেন,  
দশটি রাত একেক করে  
বন্যপশুর রোগ সেরেছেন  
বগলেতে লাগিয়ে রেখে জ্বরকাঠি।



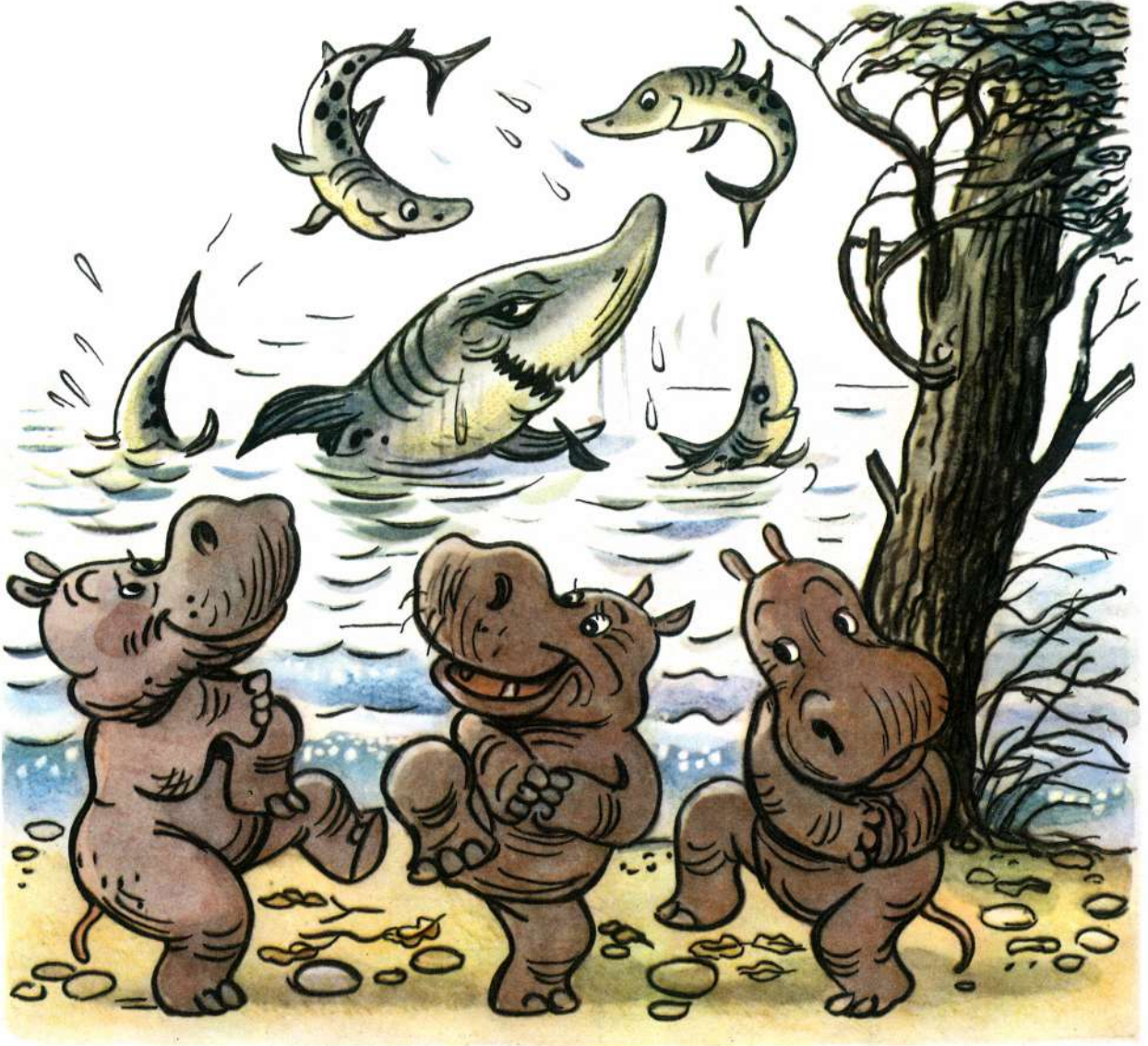


৯

বাস্! সকলকেই ভালো করলেন,  
লিম্পোপো-পো!  
বাস্! ব্যারামীদের রোগ তাড়ালেন,  
লিম্পোপো-পো!  
আর হাসিমুখে চললো সবাই,  
লিম্পোপো-পো!  
আর দৃষ্টুমি ও কী নাচটাই,  
লিম্পোপো-পো!







দাঁতাল হাঙর দন্তঘোরি  
চোখটা ঠেরে ডানদিকেরই  
হোঃ হোঃ হাসে আনন্দেতে  
যেমনটি হয় কাতকুতিতে ।

আর জলহাতিদের বাচ্ছাগুলো  
পেটের উপর হাত বুল্লুলো  
গড়িয়ে হাসে লটোপটি—  
কাঁপছে যেন গাছের গুঁড়ি ।



এই তো দ্যাখো হিম্পো, আর এই তো — পোপো,  
হিম্পো-পোপো, হিম্পো-পোপো!  
আর ঐ তো আসে হিম্পো'টাম!  
আসছে থেকে জাঞ্জিবার  
যাচ্ছে বটে কিল্‌মাজার —  
চেঁচিয়ে গলা গাইছে ও:  
'খাসা ডান্ডার জিন্দাবাম!  
উঃবাবারে জিন্দাবাম!'



কনেই ইভানভিচ্ চুকোভ্‌স্কি (১৮৮২—১৯৬৯) সোভিয়েত দেশের প্রিয়তম শিশুসাহিত্যিকদের অন্যতম। যে-বাড়িতেই ছোটো ছোটো খোকা-খুকু আছে সেখানেই সবাই ঐ সব গল্প খুব ভালমতো জানে — এক আলসে মেয়ের কাছ থেকে কেমন করে একবার বাসনপত্তর সব দৌড়ে পালালো, বনের জীবজন্তু টেলিফোন দেখলেই কথা বলা শুরু করে দেয়, তারপর হিংসুটে বার্মালেই আর দয়াবস্ত ধোলাইরামের গম্পা — এই সব।

আর ‘উঃবাবারে’ — এটা হলো একটা ডাক্তারের গল্প; আশ্চর্য এক ডাক্তার, খরগোশের ঠ্যাং ভেঙে গেলে নতুন ঠ্যাং লাগিয়ে দেয়, বেচারি বনের পশুগুলো অসুখে পড়লে শুরু করে দেয় চিকিৎসা।

ছবি এঁকেছেন ভ্লাদিমির সুভয়েভ  
মূল রূপ থেকে অনূবাদ: হাম্মাৎ আম্মদ

К. ЧУКОВСКИЙ  
АИБОЛИТ  
на языке бенгали



প্রগতি প্রকাশন • মস্কো

© বাংলা অনূবাদ • সচিত্র • প্রগতি প্রকাশন • ১৯৭৫

সোভিয়েত ইউনিয়নে মৃদ্বিত